যুগান্তর

তারিখ 27 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শীর্ষপদে দলীয়করণের অভিযোগ

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

বেসরকারি মেডিকেল কলেজের পরিচালনা পর্ষদের শীর্ষপদে সরকারদলীয় চিকিৎসক নেতাদের নিয়োগ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদ হাসান ও বিএমএ'র সহসভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) প্যাথলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসানকে নিয়োগ দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ক্ষমতাবলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আতাউস সামাদ সিদ্দিক এ দু'জনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সংবিধান অনুযায়ী এ নিয়োগ বৈধ হলেও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উদ্যোক্তারা বলছেন, প্রায় ৪০ বছরের পুরনো ত্রুটিপূর্ণ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে ভিসি মনোনীত চেয়ারম্যান নিয়োগদানের এ প্রক্রিয়ায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে। তবে নিয়োগপ্রাপ্তদের একজন যুগান্তরকে বলেছেন, একজন ব্যক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব একটুকু থাকবে না দাবি করে সংশ্লিষ্ট কলেজের শিক্ষা পরিবেশ ও চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন বলে মন্তব্য করেন।

উদ্যোক্তারা বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ কোটি কোটি টাকা ব্যাংক ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে চলছে। প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকার কিস্তি গুনতে হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানকে সুষ্ঠুভাবে কলেজ পরিচালনাসহ সামগ্রিক আর্থিক ব্যয় মেটানোর সার্বিক গুরুদায়িত্ব পালন করতে হয়। প্রায় ৪০ বছরের পুরনো আইনটি কার্যকর করার কারণে ১২ থেকে ১৫ সদস্যের গভর্নিং বডিতে উদ্যোক্তাদের হাতেগোনা ২-১ জন মনোনীত হবে। এর ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্যোক্তাদের মতামত গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। নিছক রাজনৈতিক কারণ ও দলীয়করণের স্বার্থে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে সরকারদলীয় চিকিৎসকদের দেয়া হলে কলেজগুলো মুখ থুবড়ে পড়তে পারে বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে একবার দলীয় চিকিৎসক নেতাদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়ে কলেজ

ঋণের বোঝা নিয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেও উদ্যোক্তারা ক্ষমতাহীন

পরিচালনা করার উদ্যোগ ব্যর্থ হয় বলে তারা জানান।

বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে জানান, ১৯৭৩ সালে যখন এ অধ্যাদেশটি জারি হয় তখন দেশে বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ ছিল না। বিভিন্ন জমিদার কিংবা বিত্তশালীর আর্থিক অনুদানে কলেজ পরিচালনার জন্য গভর্নিং বডি নির্বাচিত করা হতো। তিনি জানান, ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয়। যুগের প্রয়োজনে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিশেষ গভর্নিং বডি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী তিন বছর অন্তর গভর্নিং বডি গঠনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম প্রস্তাব আকারে পাঠানো হতো। সেখানে ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন কিংবা ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের প্রস্তাব করা হতো। সেভাবেই প্রস্তাবিত ব্যক্তিকেই চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হতো। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে সেটি বাতিল হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ৯টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আদালতে মামলা করে। পরবর্তীকালে আগের সিদ্ধান্ত বিবেচনার আশ্বাসে ৬টি কলেজ মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। এখনও তিনটি মেডিকেল কলেজের মামলা চলছে। এমতাবস্থায় ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত সপ্তাহে দুটি মেডিকেল কলেজে বাইরের দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে তারা ইতিমধ্যেই ভিসি আতাউস সামাদ সিদ্দিকের সঙ্গে দেখা করে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান পদে বিশেষ গভর্নিং বডির নিয়ম পুনর্বহাল করার দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোগে যে কোন ধরনের অধিভুক্ত কলেজ (ব্যক্তিগত, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে স্থাপিত ও পরিচালিত) ভেদে ১২ থেকে ১৫ জনের গভর্নিং বডির মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গভর্নিং বডির সদস্যরা নির্বাচিত হয়। এক্ষেত্রে ১ জন চেয়ারম্যান, ২ জন একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য, ২ জন শিক্ষা অনুরাগী, ২ জন কলেজ শিক্ষক প্রতিনিধি, নির্বাচনের মাধ্যমে অভিভাবক প্রতিনিধি ২ জন, ১ জন মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডিন, ১ জন কলেজ প্রিন্সিপাল, কলেজ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ১ জন, ১ জন উদ্যোক্তা প্রতিনিধি ও ১ জন দাতা প্রতিনিধি থাকে। কিন্তু কলেজটি ট্রাস্ট কিংবা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হলে উদ্যোক্তা প্রতিনিধি স্থাপন পান। কলেজ প্রতিষ্ঠাতা কিংবা দাতা প্রতিনিধি থাকেন না।